ইউনিট

১৬ সরকারের অঙ্গসমূহ

ভূমিকা

রাষ্ট্রের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারকে মূলত তিনটি কাজ সম্পাদন করতে হয়। যথা– আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচারকার্য সম্পাদন। এই তিনটি কাজ করার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আইন বিভাগের মূল কাজ আইন প্রণয়ন ও সংশোধন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ও অর্থব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা। শাসন বিভাগের মূল কাজ শাসনকার্য পরিচালনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা। বিচার বিভাগের কাজ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ, নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা এবং অপরাধের প্রকৃতি ও গভীরতা অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা। তবে আজকাল শাসন বিভাগের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আনুপাতিক হারে আইন বিভাগের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। এই ইউনিটে সরকারের অঙ্গসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং ইউনিটের বিষয়বস্তু সাতটি পাঠে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ– ১ : সরকারের অঙ্গসমূহ–অর্থ, প্রকৃতি ও তাৎপর্য

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইন, শাসন ও বিচার–সরকারের এই তিনটি বিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আইন বিভাগের অর্থ, প্রকৃতি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৬.১.১ সরকারের অঙ্গসমূহ

যেকোনো সরকারের মূলত তিনটি কাজ থাকে–আইন প্রণয়ন, শাসন কার্য পরিচালনা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই তিনটি কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সরকারের রয়েছে তিনটি অঙ্গ– **আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ।**

(ক) আইন বিভাগ– গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগের গুরুত্ব খুব বেশি। আইন বিভাগের সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তারাই জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। সরকারের যে অঙ্গ রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে।

(খ) শাসন বিভাগ– শাসন বিভাগের কাজ সার্বক্ষণিক। রাষ্ট্রের স্থায়ী কাজ করা এর দায়িত্ব। এই বিভাগটি তাই সার্বক্ষণিকভাবে ব্যস্ত থাকে। এজন্য সাধারণ মানুষ শাসন বিভাগকেই সরকার মনে করে। শাসন বিভাগ দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়–সীমিত ও ব্যাপক। সীমিত অর্থে নীতি নির্ধারণকারী শাসন বিভাগীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয়। এরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। সাধারণত প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিপরিষদকে সীমিত অর্থে শাসন বিভাগ বলে। কিন্তু বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে মন্ত্রী, আমলা, এমনকি ছোট কর্মচারীও শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) বিচার বিভাগ– বিচার বিভাগ বলতে সরকারের সেই অঙ্গকে বুঝায় যা মামলার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করে, অপরাধের প্রকৃতি নির্ণয় করে এবং আইন অনুযায়ী শাস্তি বিধান করে। এছাড়াও বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করে। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট ও সহকারী জজের আদালতে বিচারকার্যে নিয়োজিত বিচারকবৃন্দকে নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত।

১৬.১.২ আইন বিভাগ–অর্থ, প্রকৃতি ও তাৎপর্য

(ক) অর্থ : আইনবিভাগ বলতে সরকারের সেই অঙ্গকে বুঝায় যা রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন আইন বাতিল বা সংশোধন করে আইনকে যুগোপযোগী করে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে এ বিভাগ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় এই বিভাগের আস্থাশীল সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

(খ) আইনসভার প্রকৃতি : আইনসভা প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে আইন সভা বা আইন পরিষদ গঠিত হয়। যেমন, বাংলাদেশের আইনসভা হচ্ছে এ দেশের জাতীয় সংসদ। আইনসভার প্রকৃতি সরকার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইন সভার অপরিসীম গুরুত্ব থাকে। কেননা সংসদ মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদের সার্বভৌমত্ব থাকে। যেমন, বৃটেনের পার্লামেন্টের সব প্রকারের আইন প্রণয়ন, বাতিল ও সংশোধন করার অধিকার আছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইন পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে না পারলেও কার্যকর ও ফলপ্রদভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে আইন পরিষদ নির্বাচিত সংস্থা হলেও তেমন গুরুত্ব লাভ করে না। কারণ একটি দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আইন পরিষদ গঠিত হয়। এখানে তেমন বিতর্ক ও আলোচনা হয় না। একনায়ক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে আইন পরিষদ অনুমোদন করে মাত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন পরিষদ তাত্ত্বিকভাবে ক্ষমতাবান মনে হলেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক আইন পরিষদের ভূমিকা পালন করতে পারে না। উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সরকার ব্যবস্থার উপর আইন পরিষদের প্রকৃতি নির্ভর করে।

(গ) তাৎপর্য : প্রকৃত গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আইনসভা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। আইনসভার কারণে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। আইন পরিষদ সরকারের সমালোচনা করে সরকারকে ঠিক পথে চলতে বাধ্য করে। সরকারের দুর্নীতি ও অর্থের অপচয় রোধ করার জন্য আইন পরিষদ শাসন বিভাগ ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। তারা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের এলাকার সমস্যা সরকারের গোচরীভূত করে এবং সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জনগণের কল্যাণের জন্য তাই আইন পরিষদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

সরকার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত করে। রাষ্ট্রের ইচ্ছা বাস্ত বায়িত করার জন্য সরকারের তিনটি অঙ্গ রয়েছে– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আইন বিভাগ জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। এই বিভাগ আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে। আইন বিভাগ গণতন্ত্রকে তাৎপর্যমন্ডিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি সরকারের তিনটি অঙ্গের একটি ?

ক. আইন বিভাগ খ. স্বাস্থ্য বিভাগ
গ. শিক্ষা বিভাগ ঘ. ডাক বিভাগ

২। কোন সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা সার্বভৌম ?

ক. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার খ. একনায়কতন্ত্র
গ. সমাজতন্ত্র ঘ. সংসদীয় সরকার

পাঠ– ২ : আইনসভার সংগঠনের বিভিন্ন মাত্রা। এককক্ষ ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা – পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইনসভা সংগঠনের বিভিন্ন মাত্রা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এককক্ষ ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারবেন।
- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিতে পারবেন।

১৬.২.১ আইনসভার গঠন

আইনসভার গঠন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান কালের একটি জটিল সমস্যা। বিভিন্ন দেশে আইনসভা বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়। আইনসভার সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের যোগ্যতা, কার্যকাল, নির্বাচন পদ্ধতি ও কাঠামোগত দিকগুলোর মাত্রা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। নিম্নে আইনসভা গঠনের বিভিন্ন মাত্রা আলোচনা করা হল :

(ক) আইন সভার আকৃতি– আইনসভার আকৃতির প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভার আকৃতি খুব ছোট হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে জাতি যথার্থ প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। এ ব্যবস্থায় যেহেতু একজন প্রতিনিধি বহুলোকের প্রতিনিধিত্ব করেন সেহেতু জনগণ তাদের প্রতিনিধিকে যথার্থ সমস্যাগুলো ঠিকমত বুঝাতে পারে না। আবার আইনসভা খুব বড় হওয়াও উচিত নয়। কারণ এতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

(খ) প্রতিনিধিদের যোগ্যতা– আইনসভার সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সম্পত্তিগত কোন যোগ্যতা থাকা উচিত কি না এটাও প্রশ্ন। অতীতে আইন পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য এগুলো বিবেচনা করা হত। বর্তমানকালে কেবলমাত্র নির্ধারিত বয়সকে যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সদস্য হওয়ার অযোগ্যতার দিকগুলোও বিবেচনা করা হয়। দেউলিয়া, ঋণখেলাপী, বিশেষ ধরনের সাজাপ্রাপ্ত আসামীর নির্ধারিত সময়কাল অতিক্রম না হওয়া ইত্যাদি অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

(গ) কার্যকাল– আইনসভার কার্যকাল নির্ধারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভার কার্যকাল এমন সংক্ষিপ্ত হবে না যাতে নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়ের অভাব ঘটে। আইন সভার মেয়াদ খুব কম হলে ঘন ঘন নির্বাচনজনিত রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কার্যকাল খুব দীর্ঘ হওয়াও উচিত নয়। কার্যকাল দীর্ঘ হলে প্রতিনিধিদের মধ্যে জনগণকে উপেক্ষা করার মানসিকতা জন্মলাভ করবে। আইনসভার মেয়াদ ৫ বছর হলে উভয় দিক রক্ষা পাবে বলে মনে করা হয়।

(ঘ) আইনসভার নির্বাচন পদ্ধতি– আইনসভার সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতির ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনসভা শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে আইনসভা গঠিত হয়।

(ঙ) আইনসভার কাঠামো– আইনসভা গঠন করার জন্য এর কাঠামোগত দিকটিও বিবেচনা করা হয়। আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট বা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হতে পারে। এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সাধারণত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নিম্ন কক্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। আর উচ্চ কক্ষের সংগঠনের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কোথাও কোথাও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচিত হয়, কোথাও আবার পরোক্ষ নির্বাচন, কোথাও মনোনয়ন আবার কোথাও উত্তরাধিকার সূত্র থেকে আসা সদস্যদের নিয়ে উচ্চ কক্ষ গঠিত হয়।

১৬.২.২ এককক্ষ বিশিষ্ট ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

আইনসভা দুভাবে গঠিত হতে পারে। **যেমন– এক কক্ষ বিশিষ্ট ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট।** যখন আইনসভার একটিমাত্র কক্ষ থাকে তখন তাকে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। আইন সভার যখন দু'টি কক্ষ থাকে তখন তাকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে নিম্ন কক্ষ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং উচ্চ কক্ষ অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশ, তুরস্ক, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে। ভারত, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। এসব দেশে আইনসভার নিম্ন কক্ষ কর্তৃক আইন প্রণীত হয় কিন্তু তা কার্যকর হওয়ার পূর্বে উচ্চ কক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

১৬.২.৩ এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

(ক) পক্ষে যুক্তি– এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

(১) একত্ব– এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় একত্ব অর্জন করা যায়। আইন জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ। একই বিষয়ে একই জনগোষ্ঠীর দু'টি ইচ্ছা থাকতে পারে না। সুতরাং আইন পরিষদের দু'টি কক্ষ থাকা উচিত নয়। লর্ড ব্রাইস এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, "যদি দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের সিদ্ধান্তে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তবে তা ক্ষতিকর, আর যদি সম্মতি জ্ঞাপন করে তবে তা অতিরিক্ত।"

(২) সরল সংগঠন– এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সংগঠন খুব সরল। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন করে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে যথেষ্টভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় পরিণত করা যায়।

(৩) আইন প্রণয়নে দ্রুততা– একটি মাত্র কক্ষে বিল আলোচনা হয় বলে দ্রুত আইন প্রণয়নের জন্য এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অধিকতর উপযোগী।

(৪) অল্প ব্যয়সাপেক্ষ– একটিমাত্র কক্ষের সদস্যদের জন্য বেতন-ভাতা খরচ করতে হয় বলে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কম ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া পদ্ধতিগত কারণে এবং আইন প্রণয়নে সময়ের স্বল্পতার জন্য ব্যয় কম হয়।

(৫) অগ্রগতির সহায়ক– এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে বলে জনগণের ইচ্ছা বা অগ্রগতিকে বাধা দান করে না। অধ্যাপক লাস্কি ইংল্যান্ডের লর্ডসভার অযৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে বলেন, "ঠিক যেখানেই গণতন্ত্র আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে সক্রিয় হয়ে উঠে সেখানেই এরা আত্মরক্ষার্থে সক্রিয় হয়ে উঠে।"

(খ) বিপক্ষে যুক্তি– এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার বিপক্ষে যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

(১) স্বৈরাচারী আইন প্রণয়ন– আইনসভায় একটি মাত্র দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা স্বৈরাচারী ও বিপজ্জনক হতে পারে। মিল বলেন, "একটিমাত্র কক্ষের হাতে ক্ষমতার একত্রীকরণ কক্ষটিকে স্বৈরাচারী করে তোলে।"

(২) জ্ঞানী-গুণী লোকের আসর নয়– জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত বলে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা জ্ঞানী ও গুণী লোকের আসর নয়। কারণ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা নির্বাচনের ঝামেলা ও ঝুঁকি গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করেন না।

(৩) বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব হয় না– এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা জনগণের নির্বাচিত সংস্থা তাই এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার লোকেরা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে না।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী– এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরিত হয় বলে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ আইন পরিষদে রক্ষিত হয় না। বড় অঙ্গরাষ্ট্রের বেশি প্রতিনিধি থাকলে তাদের স্বার্থে আইন প্রণীত হতে পারে। তাই এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উপযোগী নয়।

(৫) সুচিন্তিতভাবে আইন প্রণীত হয় না– এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আবেগ ও দলীয় মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারে। এককক্ষের স্বৈরাচারী মনোভাবকে বাধা দেওয়ার উপায় থাকে না। এজন্য লর্ড এ্যাকটন বলেছেন, "দ্বিতীয় কক্ষ স্বাধীনতার অপরিহার্য রক্ষাকবচ।"

১৬.২.৪ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

(ক) পক্ষে যুক্তি– দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

(১) দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের দ্রুততা, হঠকারিতা ও অবিবেচনামূলক আইন প্রণয়নে বাধা দিতে পারে। চ্যান্সেলার কেন্ট বলেন, "এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার আবেগ, খেয়াল, কুসংস্কার, দলীয় মনোভাব ও উত্তেজনার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ধ্বংস করতে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সহায়তা করে।" ব্লুন্টসলি বলেন, "চার চক্ষু দু'চক্ষু থেকে ভাল দেখে, বিশেষ করে যখন বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়।"

(২) দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের স্বৈরাচার বন্ধ করে। লর্ড ব্রাইস বলেন, "দ্বিতীয় কক্ষ এককক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের ঘৃণ্য, দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বেচ্ছাচারী প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিকার হিসেবে কাজ করে।"

(৩) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ অভিজাতশ্রেণির প্রতিনিধিত্বের পথ সুগম করে। মনোনয়নের মাধ্যমে উচ্চ কক্ষে অভিজাতশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব এককক্ষের উগ্র মানসিকতার বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।

(৪) উচ্চ কক্ষে বিভিন্নশ্রেণির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে আইন পরিষদকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক করা যেতে পারে।

(৫) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিম্ন কক্ষে ও সমসংখ্যক আসনের ভিত্তিতে উচ্চ কক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করে অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা যেতে পারে।

(৬) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় নিম্ন কক্ষে আইন পাশ হওয়ার পর উচ্চ কক্ষে আইনটি বিবেচিত হওয়ার আগে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মতামত দেওয়ার সুযোগ পান। ফলে জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটে।

(৭) উচ্চ কক্ষ নিম্নকক্ষের দায়িত্ব লাঘব করতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উচ্চ কক্ষকে ছেড়ে দিয়ে নিম্নকক্ষ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সময় দিয়ে আলোচনা করতে পারে।

(খ) বিপক্ষে যুক্তি– দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

(১) এককক্ষের দ্বারাই যথার্থভাবে আইন প্রণীত হতে পারে। সুতরাং উচ্চ কক্ষ অতিরিক্ত সংযোজন।

(২) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা হয় অপ্রয়োজনীয় না হয় ক্ষতিকর। লর্ড ব্রাইস বলেন, "যখন উভয় কক্ষ কোন বিষয়ে একমত হয় তখন দ্বিতীয় কক্ষ বাহুল্য আর যখন তারা বিরোধিতা করে তখন তা ক্ষতিকর।"

(৩) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদে আইন প্রণয়নে বিলম্ব ঘটে। একই দলের সদস্য উভয়কক্ষে নির্বাচিত হলে নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, বিলম্ব ঘটে মাত্র।

(৪) উচ্চ কক্ষে মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন পেশার বা জ্ঞানী লোকের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা অগণতান্ত্রিক।

(৫) বিভিন্ন পেশার বা অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নিম্ন কক্ষেও করা যেতে পারে।

(৬) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় উচ্চ কক্ষ রক্ষণশীলতার জন্ম দেয়। উচ্চ কক্ষে রক্ষণশীলদের অবস্থান প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাকে বাধাগ্রস্ত করে।

(৭) উচ্চ কক্ষ ব্যয়বহুল। উচ্চ কক্ষের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও সম্মানীর জন্য অনেক ব্যয় করতে হয়।

(৮) নিম্ন কক্ষ জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় বলে উচ্চ কক্ষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া গণ-প্রতিনিধিদের কাজে বাধা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

সার-সংক্ষেপ

আইন সভা বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত হতে পারে। এককক্ষবিশিষ্ট ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হতে পারে। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার নিম্ন কক্ষ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়। উচ্চকক্ষ সংগঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। জনসাধারণের সরাসরি ভোটে, পরোক্ষভাবে, মনোনয়নের দ্বারা বা উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী সংগঠিত হতে পারে। এককক্ষ ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা ধরনের যুক্তি রয়েছে। তবে এক এক ধরনের সরকার ব্যবস্থায় এক এক ধরনের আইন সভা বেশি কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার স্বপক্ষে কোন যুক্তিটি প্রযোজ্য ?
ক. স্বৈরাচারী প্রবণতা নেই খ. যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত
গ. অধিক রক্ষণশীল ঘ. অগ্রগতির সহায়ক

২। এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার বিপক্ষে কোন যুক্তিটি প্রযোজ্য।
ক. অধিক রক্ষণশীল খ. অগ্রগতির বিপক্ষে
গ. যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অনুপযুক্ত ঘ. যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত

৩। দ্বি-কক্ষীয় আইন সভার স্বপক্ষে কোন যুক্তিটি প্রযোজ্য ?
ক. দ্রুত আইন প্রণয়ন সম্ভব খ. জনমতের প্রতিফলন ঘটে
গ. স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ ঘ. বিলম্ব পরিহার হয়

পাঠ- ৩ : আইনসভার কার্যাবলী, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা, আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইন সভার কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।
- আইন সভার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাম্প্রতিককালে আইন সভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

১৬.৩.১ আইনভার কার্যাবলী

আইনসভা নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করে

(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ– আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করে ও পুরাতন আইনের সংস্কার করে।

(২) সংবিধান রচনা ও সংশোধন– কোন কোন ক্ষেত্রে আইন পরিষদ গণপরিষদ হিসেবে দেশের সংবিধান রচনা করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের আইন পরিষদ গণপরিষদ হিসাবে ১৯৭২ সালের সংবিধান রচনা করেছে। আবার আইন পরিষদ সংবিধান প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে সংবিধান সংশোধন করে।

(৩) প্রশাসনিক কাজ– আইন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজ করে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেট চুক্তি স্বাক্ষর, যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন এবং পদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগের অনুমোদন দান করে।

(৪) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ– মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে আইন পরিষদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মূলতবী প্রস্ত াব, অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট প্রত্যাখানের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রপতি ধরনের সরকারে আইন পরিষদ অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে বলে নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

(৫) বিচার সংক্রান্ত কাজ– আইনসভা কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজ করে। ইংল্যান্ডের লর্ডসভা সে দেশে আপীল বিচারের সর্বোচ্চ আদালত। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনসভা সদস্যদের অসদাচরণের বিচার করে।

(৬) অর্থ সংক্রান্ত কাজ– আইনসভা জাতীয় তহবিলের রক্ষক। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া ট্যাক্স ধার্য করা যায় না। আইন সভার অনুমোদন ছাড়া আয়কৃত টাকা ব্যয় করাও যায় না। কারণ আইনসভা বাজেট অনুমোদন করে।

(৭) নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ– কোন কোন দেশের আইন সভা নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করে। যেমন, বাংলাদেশ ও ভারতের আইন পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে। তাছাড়া স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করা আইন সভারই কাজ।

(৮) জনমত গঠন– আইন পরিষদে বিভিন্ন বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে বিজ্ঞ আলোচনা জনমত গঠনে সহায়তা করে।

(৯) অনুসন্ধানমূলক কাজ– রাষ্ট্রের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য অবহিত হওয়ার জন্য আইন পরিষদ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট আইন পরিষদে যথাযথভাবে আলোচিত হওয়ার পর আইন পরিষদ সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৬.৩.২ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন পরিষদ গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে। আইন পরিষদ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের স্বার্থের রক্ষক হিসেবে কাজ করে। আইন পরিষদের সদস্যগণ তাদের এলাকার অভাব-অভিযোগ ও সমস্যা মন্ত্রীদের গোচরীভূত করে এবং সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে। আইন পরিষদই জনগণের অভাব অভিযোগ আলোচনার উপযুক্ত ফোরাম।

আইন পরিষদ সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে। বিরোধী দল সর্বদাই মন্ত্রীদের দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে মন্ত্রীগণ সীমা লঙ্ঘন করতে সাহসী হয় না।

আইনসভা জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেন। আইনসভার মাধ্যমে সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমস্যা অনুধাবন করতে পারে। আইনসভার সদস্যগণ আবার মন্ত্রিসভার গণমুখী সিদ্ধান্ত সমূহকে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেন। এভাবে সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

আইন পরিষদের সদস্যগণ তাদের এলাকার জনগণের সাথে, জনগণের মাঝে ও জনগণের জন্য কাজ করেন। ফলে নিম্ন পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। তাদের ভূমিকার ফলে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে।

গণতন্ত্রের অর্থ হল জনপ্রতিনিধিদের শাসন। এ হিসেবে আইন পরিষদ গণতন্ত্রকে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় সরকারের প্রশাসনিক বিভাগগুলির দুর্নীতি, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে আইন পরিষদে ব্যাপক আলোচনা হওয়ার সুযোগ থাকায় প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত হয়।

১৬.৩.৩ আইনসভার গুরুত্ব হ্রাসের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে বর্তমানে আইন পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে :

(১) রাষ্ট্রের কাজ বৃদ্ধি– বর্তমানকালে পুলিশি রাষ্ট্রের পরিবর্তে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। শাসন বিভাগ এ সমস্ত কল্যাণমূলক কাজ করার ফলে শাসন বিভাগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে যোগ্য রাজনীতিবিদগণ শাসন বিভাগীয় পদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এতে শাসন বিভাগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আনুপাতিক হারে আইন পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

(২) আইন প্রণয়নে জটিলতা– আইন প্রণয়নের জটিলতার কারণে আজকাল শাসন বিভাগ বা বিশেষজ্ঞগণ আইন প্রণয়ন করেন। সদস্যগণ অনুমোদন দান করেন মাত্র। এতেও আইন পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

(৩) দলীয় ব্যবস্থা– দলীয় ব্যবস্থার কারণে মন্ত্রিদের আইন পরিষদে নেতৃত্ব দেওয়ার অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সদস্যগণ মন্ত্রীগণকে অন্ধভাবে সমর্থন দান করেন। এতে মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আইন পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

(৪) শাসন বিভাগের হাতে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা– শাসন বিভাগ অধ্যাদেশ জারী করে আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস ও কার্যক্রমকে স্থগিত করতে পারে। এতেও আইন পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পায়।

(৫) শাসন বিভাগের আইন বিভাগ ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা– মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রীর আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতার কারণে আইন পরিষদ মন্ত্রিসভার অনুগত সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

(৬) চাপপ্রয়োগকারী সংস্থার চাপ– চাপ প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর চাপের মুখে আইন পরিষদ আইন প্রণয়নে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এতে তাদের স্বাধীন সত্তা খর্ব হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত কারণসমূহের জন্য বর্তমানকালে আইন পরিষদের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবুও একথা বলা যায় যে নির্বাচকমন্ডলীর সমর্থন থাকলে আইন পরিষদকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা শাসন বিভাগের পক্ষে সম্ভব নয়।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। আইন প্রণয়ন, আলোচনা ও বিতর্ক, সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, অর্থ নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক কাজ এবং কিছু কিছু বিচারমূলক কাজ আইন বিভাগ সম্পন্ন করে। আইন পরিষদ গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে। আইন পরিষদের সদস্যগণ শাসন বিভাগকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে প্রশাসনকে গণমুখী করে তোলে। তবে বর্তমানে আইন বিভাগের ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আবির্ভাব, দলীয় ব্যবস্থা, প্রত্যার্পিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা, শাসন বিভাগের অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা প্রভৃতি কারণে আইন পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং আনুপাতিক হারে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আইন সভার গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি ?

ক. বিচার করা
খ. শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা
গ. আইন প্রণয়ন করা
ঘ. বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করা

২। গণতান্ত্রিক শাসনব্যস্থায় আইন সভার মুখ্য ভূমিকা কি ?

ক. শাসকের জবাবদিহিতা
খ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা
গ. দুর্নীতি দূর করা
ঘ. স্বচ্ছতা বিধান করা

৩। আইন সভার ক্ষমতা হ্রাসের মূল কারণ কি ?

ক. রাষ্ট্রের কাজ বৃদ্ধি
খ. শিক্ষার অভাব
গ. ক্ষমতার অপব্যবহার
ঘ. সময়ের অভাব

পাঠ- ৪ : শাসন বিভাগ সংগঠনের বিভিন্ন মাত্রা–নামমাত্র ও প্রকৃত, নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও ধর্মতান্ত্রিক, সংসদীয় ও রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত, একক ও সমষ্টিগত, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রে শাসনবিভাগের সংগঠন

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- শাসন বিভাগ সংগঠনের বিভিন্ন মাত্রা, যেমন– নামমাত্র ও প্রকৃত শাসন বিভাগ, নিয়মতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, ধর্মতান্ত্রিক, সংসদীয়, রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত, একক ও সমষ্টিগত শাসন বিভাগ কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রে কিভাবে শাসন বিভাগ সংগঠিত হয় তা বলতে পারবেন।

১৬.৪.১ শাসন বিভাগের গঠন

শাসন বিভাগ বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত হতে পারে। নিম্নে শাসন বিভাগের গঠনের বিভিন্ন মাত্রা আলোচনা করা হল :

(১) নামমাত্র ও প্রকৃত শাসন বিভাগ– যখন শাসন বিভাগের প্রধানের নামে শাসন কাজ চালানো হয় কিন্তু তিনি নিজে শাসন কাজ পরিচালনা করেন না তখন তাকে নামমাত্র শাসক বলে। যেমন– বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, বৃটেনের রাণী প্রভৃতি। যখন শাসন বিভাগের প্রধান বা সরকার প্রধানের দ্বারা বাস্তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে প্রকৃত শাসন বিভাগ বলে। যেমন, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ শাসন বিভাগ।

(২) নিয়মতান্ত্রিক শাসন বিভাগ– যখন রাষ্ট্রপ্রধান তাত্ত্বিকভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও বাস্তবে প্রকৃত ক্ষমতার মালিক নন তখন তাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসন বিভাগ বলে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এই ধরনের শাসন বিভাগ দেখা যায়। যেমন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও বৃটেনের রাণীর শাসন বিভাগ।

(৩) রাজতান্ত্রিক শাসন বিভাগ– যখন শাসনক্ষমতা থাকে উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজা ও তার পছন্দমত ব্যক্তিদের হাতে তখন তাদেরকে নিয়ে যে শাসন বিভাগ গঠিত হয় তাকে রাজতান্ত্রিক শাসন বিভাগ বলে।

(৪) রাজনৈতিক শাসন বিভাগ– যখন নির্বাচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয় তখন তাকে রাজনৈতিক শাসন বিভাগ বলে।

(৫) ধর্মতান্ত্রিক শাসন বিভাগ– ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে গঠিত শাসন বিভাগকে ধর্মতান্ত্রিক শাসন বিভাগ বলে। যেমন, ইরানের রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গঠিত শাসন বিভাগ।

(৬) সংসদীয় ও রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত শাসন বিভাগ– সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন পরিষদের নিকট দায়ী একটি মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত হয়। যেমন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সমেত মন্ত্রিপরিষদ। আর আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একজন রাষ্ট্রপতি ও তার নিযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত সরকারের শাসন বিভাগ গঠিত হয়। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ শাসন বিভাগ।

(৭) একক ও সমষ্টিগত শাসন বিভাগ– যখন শাসন ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে তখন তাকে একক শাসন বিভাগ বলে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগ। কিন্তু যখন শাসন ক্ষমতা সমমর্যাদাসম্পন্ন একের অধিক লোকের হাতে ন্যস্ত থাকে তখন তাকে যৌথ শাসন বিভাগ বা সমষ্টিগত শাসন বিভাগ বলে। যেমন– সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী পরিচালিত শাসন বিভাগ।

১৬.৪.২ সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রে শাসন বিভাগের স্বরূপ

(ক) সমাজতন্ত্রে শাসন বিভাগ– সমাজতন্ত্রে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে যৌথ শাসন বিভাগ গঠিত হয়। এই শাসন বিভাগের হাতে শাসন কার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। যেমন– ভেঙ্গে যাওয়া সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডিয়াম, চীনের প্রেসিডিয়াম প্রভৃতি।

(খ) একনায়কতন্ত্রে শাসন বিভাগ– বুদ্ধি, কৌশল, ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করে ক্ষমতা দখলকারী এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসন বিভাগকে একনায়কতান্ত্রিক শাসন বিভাগ বলে। একনায়ক অবশ্য তার চরম আস্থাভাজন ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেন। এই শাসন বিভাগে একনায়কের হাতে আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচারের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

(গ) সামরিকতন্ত্রে শাসন বিভাগ– সামরিক বাহিনী নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে শাসন ক্ষমতা দখল করলে তাকে সামরিকতন্ত্র বলে। এ ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর প্রধান শাসন বিভাগের প্রধান হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে, আবার কখনও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয়। পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খান এরূপ শাসন বিভাগ গঠন করেছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

শাসন বিভাগের কাজ সার্বক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রের দৃশ্যমান কাজ বলে অনেকে শাসন বিভাগকেই সরকার মনে করে। সরকারের যে বিভাগ আইন পরিষদ প্রণীত আইনকে বলবৎ করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। শাসন বিভাগে সংগঠনের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে এবং সে হিসেবে বিভিন্ন ধরনের শাসন বিভাগ থাকতে পারে। নামমাত্র, প্রকৃত, রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত, একক ও যৌথ প্রভৃতি কতকগুলো উল্লেখযোগ্য শাসন বিভাগের ধরন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিয়মতান্ত্রিক শাসনবিভাগ কোন দেশে প্রচলিত আছে ?
ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খ. বাংলাদেশে
গ. ইরানে ঘ. সৌদি আরবে

২। সমষ্টিগত শাসন বিভাগ কোন দেশে চালু রয়েছে ?
ক. সুইজারল্যান্ডে খ. বাংলাদেশে
গ. কানাডায় ঘ. ভারতে

৩। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কতটি রাজনৈতিক দল থাকে ?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. বহু ঘ. একটি

পাঠ- ৫ : শাসন বিভাগের কার্যাবলী ও ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ, শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- শাসন বিভাগের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- শাসন বিভাগকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা বলতে পারবেন এবং শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উপায়গুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১৬.৫.১ শাসন বিভাগের কার্যাবলী

নিম্নে শাসন বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা করা হল :

(১) শাসন সংক্রান্ত কাজ– শাসন বিভাগের শাসন সংক্রান্ত কাজ অত্যন্ত ব্যাপক। এ কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (ক) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ, (খ) আইন বলবৎকরণ এবং (গ) সরকারি কর্মচারীদের, নিয়োগ বদলী ও অপসারণ। শাসন বিভাগ প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করে। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক, কূটনৈতিক কর্মকর্তা, সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে শাসন বিভাগ নিয়োগ করে থাকে। এছাড়া শাসন বিভাগ সমাজ সেবামূলক কাজ ও প্রয়োজনে জরুরি অবস্থা জারি করে থাকে।

(২) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ– শাসনবিভাগ আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, বিলে সম্মতি অথবা ভেটো প্রদান, বিল প্রস্তুত করা, আইন পরিষদে বিল উত্থাপন, অর্ডিন্যান্স জারি প্রভৃতি আইন প্রণয়নমূলক কাজ করে।

(৩) অর্থনৈতিক কাজ– দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সচল রাখার জন্য শাসন বিভাগ মুদ্রা প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নয়ন, শিল্পায়ন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজ শাসন বিভাগ সম্পাদন করে। শাসন বিভাগ বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে। এছাড়া ভূমি সংস্কার, রাজস্ব আদায়, কর সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ শাসন বিভাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

(৪) প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কাজ– দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা শাসন বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শাসন বিভাগের প্রধান সেনাবাহিনীর জেনারেলদের নিয়োগ দান করেন, সেনাবাহিনীর র‍্যাংক ও মর্যাদা নির্ধারণ করেন এবং যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন।

(৫) বিচার সংক্রান্ত কাজ– শাসন বিভাগ দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের দণ্ড মাফ, হ্রাস এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে পারেন। তাছাড়া প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে শাসন বিভাগ ছোট খাট মামলার বিচার করতে পারেন।

(৬) অন্যান্য কাজ– শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ এমন অনেক কাজ করেন যা তাদের তালিকাভুক্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। শাসন বিভাগের সদস্যগণ অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সুখে-দুঃখে শুভেচ্ছা ও শোকবাণী প্রেরণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে শাসন বিভাগের কাজের কোন পরিসীমা নাই। সময়, অবস্থা ও নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতার উপর শাসন বিভাগের কাজের তারতম্য ঘটে থাকে।

১৬.৫.২ শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ

আধুনিক কালে শাসন বিভাগের কাজ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণগুলো নিম্নরূপ :

(১) জনকল্যাণমূলক কাজ বৃদ্ধি– কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের ফলে রাষ্ট্রের সমাজসেবামূলক কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারে এখন রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া শ্রমিক কল্যাণ, পেনসন, বার্ধক্য ভাতা, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ প্রভৃতি

সমাজসেবামূলক কাজ এখন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্রের এ সমস্ত কাজ শাসন বিভাগকেই সম্পাদন করতে হয়। ফলে শাসন বিভাগের কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) অর্থনৈতিক কারণ ও যুদ্ধ– মুদ্রা প্রচলন, হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ শাসন বিভাগকেই করতে হয়। ফলে শাসন বিভাগের কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধের সময় শাসন বিভাগের কাজ আরও বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের সময় জরুরি অবস্থা জারি করার ফলে শাসন বিভাগ ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করে এবং যুদ্ধাবসানের পরেও এই সমস্ত ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করা হয়। এর ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৩) অর্পিত ক্ষমতা– অর্পিত ক্ষমতা বলে শাসন বিভাগ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। তাছাড়া প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থার ফলে শাসন বিভাগ কিছু কিছু বিচার ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এভাবে শাসন বিভাগের মূল ক্ষমতার সাথে আইন প্রণয়ন ও বিচারক্ষমতা যোগ হওয়ায় তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) সংগঠিত দলীয় ব্যবস্থা– দলীয় শৃঙ্খলার জন্য আইন পরিষদ শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব মেনে নেয়। ফলে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এতেও শাসন বিভাগের গুরুত্ব ও কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৫) জরুরি অবস্থা জারি– জরুরি অবস্থা জারি করলে শাসন বিভাগ প্রায় অসীম ক্ষমতা লাভ করে।

১৬.৫.৩ শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

(ক) নিয়ন্ত্রণ : বর্তমানকালে শাসন বিভাগ ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করেছে। তাই শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা না করলে তারা স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন পরিষদের নিকট তাদের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে। মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলো হল : (ক) সংসদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, (খ) পরিপূরক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, (গ) নিন্দা প্রস্তাব, (ঘ) মূলতবী প্রস্তাব, (ঙ) বিল ও বাজেট প্রত্যাখান, (চ) সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্ত াব, (ছ) প্রশাসনিক দুর্নীতি রোধের জন্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন (জ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও (ঝ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ প্রভৃতি।

(খ) জবাবদিহিতা : নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করলেই জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। জবাবদিহিতার অর্থ হল জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিদের নিকট শাসন বিভাগের দায়ী থাকা। জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাঝে মাঝে জনসাধারণকে অবহিত করা বা জনগণের মুখোমুখী হওয়া ও জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে পারে। বিরোধী দলের সমালোচনার সুযোগ থাকার ব্যবস্থা ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করার মাধ্যমেও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে পারে।

(গ) স্বচ্ছতা : প্রশাসনিক বিষয়গুলোর গোপনীয়তা না থাকা এবং পরিষ্কারভাবে জনগণকে অবহিত করাই স্বচ্ছতা। এজন্য সরকারের নীতি ও কার্যাবলী সম্পর্কে জনগণের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। সরকারের কর্মসূচি জনগণের নিকট তুলে ধরতে হবে, নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কারণে বিরোধী দলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে প্রশাসনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

সার-সংক্ষেপ

শাসন বিভাগের মূল কাজ শাসন পরিচালনা। এই বিভাগ অন্যান্য কাজ, যেমন– আইন প্রণয়নমূলক, অর্থসংক্রান্ত, কূটনৈতিক ও বিচার সংক্রান্ত অনেক কাজ করে থাকে। আজকাল শাসন বিভাগের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাসের কারণ যেগুলো সেগুলোই শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এই ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে শাসন বিভাগ যেন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য তাদের নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য প্রশাসনিক নীতিগুলোকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শাসন বিভাগের মূল কাজ কি ?

ক. আইন প্রণয়ন খ. প্রতিরক্ষা

গ. বিচার কাজ ঘ. শাসন সংক্রান্ত কাজ

২। শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির মুখ্য কারণ কি ?

ক. অর্পিত ক্ষমতা খ. জরুরি অবস্থা

গ. অর্থনৈতিক ঘ. জনকল্যাণমূলক কাজ বৃদ্ধি

৩। শাসন বিভাগকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ?

ক. অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে খ. তর্ক বিতর্ক করে

গ. আইন পাশ করে ঘ. জরুরি অবস্থা জারি করে

পাঠ– ৬ : বিচার বিভাগ – অর্থ প্রকৃতি, তাৎপর্য ও গুরুত্ব, বিচার বিভাগের সংগঠন, বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিচার বিভাগের অর্থ, প্রকৃতি ও তাৎপর্য বলতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের সংগঠন ও বিচারকের নিয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

১৬.৬.১ বিচার বিভাগের অর্থ, প্রকৃতি ও গুরুত্ব

(ক) অর্থ : বিচার বিভাগ সরকারের তৃতীয় অঙ্গ। যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ, অপরাধের প্রকৃতি নির্ণয়, অপরাধীর দণ্ডবিধান এবং নিরাপরাধীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে সে বিভাগকে বিচার বিভাগ বলে।

(খ) প্রকৃতি : বিচার বিভাগের সংগঠন সকল দেশেই নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত সোপান ভিত্তিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কাঠামো থাকে। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বিশেষ ধরনের মামলার জন্য বিশেষ আদালত গঠিত হয়। আদালতের আর্থিক ও আঞ্চলিক এখতিয়ার থাকে। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা খুব মর্যাদার অধিকারী। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তদন্ত করার জন্য উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়।

(গ) গুরুত্ব : বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। লর্ড ব্রাইস বলেন, "সরকারের উৎকর্ষ যাচাইয়ের জন্য বিচার বিভাগের দক্ষতা ও কর্মকুশলতা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই।" শুধু মৌলিক অধিকার নয়, আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যও বিচার বিভাগ দরকার। বিচার বিভাগ আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "তারা শাসন বিভাগকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করার ক্ষমতাবান হবেন।" তিনি আরও বলেন, "কিভাবে একটি রাষ্ট্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করছে তা যখন আমরা জানতে পারি তখন আমরা ঐ রাষ্ট্র কি ধরনের নৈতিক চরিত্রের দাবীদার তা বুঝতে পারি।" ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হলে সেখানে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। যে রাষ্ট্র যত সভ্য সে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার তত প্রতিষ্ঠিত। সিজউইক বলেন, "রাজনৈতিক জীবনপদ্ধতি রচনায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব শুধু প্রধান নয়, প্রগাঢ়ও বটে।"

১৬.৬.২ বিচার বিভাগের গঠন ও নিয়োগ পদ্ধতি

(ক) সংগঠন ঃ প্রায় সব দেশে বিচার বিভাগের সংগঠন ব্যবস্থার মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য ছাড়া নিম্নরূপ ভাবে বিচার বিভাগ সংগঠিত হয় :

(১) নিম্নস্তরের আদালত– এই স্তরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জন্য পৃথক পৃথক আদালত থাকে। বাংলাদেশে সহকারী জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এমনি ধরনের আদালত।

(২) মধ্যম স্তরের আদালত– এই স্তরেও দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জন্য আদালত থাকে। এখানে প্রাথমিকভাবে মামলা দায়ের করা যায়। নিম্নের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মধ্যম স্তরের আদালতে আপীল করা যায়।

(৩) উচ্চ আদালত– এ আদালত দেশের সর্বোচ্চ আদালত। বিরাট অংকের মূল্য জড়িত মামলা এবং সংবিধানের গুরুতর প্রশ্নজড়িত মামলার প্রথম শুনানী এ আদালতে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধেও এ আদালতে আপীল করা যায়।

(খ) বিচারকের নিয়োগ পদ্ধতি– সাধারণত চারটি পদ্ধতিতে বিচারপতিদের নিয়োগ দেওয়া হয়। যথা– (ক) জনসাধারণের ভোটে নির্বাচন, (খ) আইনসভার ভোটে নির্বাচন, (গ) মনোনয়নের দ্বারা এবং (ঘ) শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ ও আইন সভার অনুমোদনের দ্বারা।

(১) জনসাধারণের ভোটে নির্বাচন– কোন কোন দেশে বিচারপতিরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গরাজ্যের আদালতের বিচারপতিরা নির্বাচিত হন। এটি একটি খারাপ ব্যবস্থা। কারণ জনগণ যোগ্য বিচারক নির্বাচন করতে অনেক সময় ব্যর্থ হয়।

(২) আইনসভা দ্বারা নির্বাচন– কোন কোন দেশে, যেমন– সুইজারল্যান্ডে বিচারপতিরা আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হন। এটি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে উন্নততর হলেও সমর্থনযোগ্য নয় এই কারণে যে, সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ আইন বিভাগের অধীন সংস্থায় পরিণত হবেন।

(৩) শাসন বিভাগের প্রধান কর্তৃক নিয়োগ ও আইনসভার অনুমোদন– এটি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। তবে আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে শাসন বিভাগ নিজেদের পছন্দমত লোককে নিয়োগ ও অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে পারেন। সেজন্য এক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগের প্রধানের দ্বারা বিচারকগণকে নিয়োগ করাই সর্বোত্তম পদ্ধতি।

সার-সংক্ষেপ

সরকারের যে বিভাগ বিশেষ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত পদসোপান ভিত্তিক বিচার বিভাগের সংগঠন থাকে। বিচারপতি নিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন জনগণ কর্তৃক নির্বাচন, আইন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচন, মনোনয়ন এবং শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ ও আইন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন। বিচারপতি নিয়োগের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হল বিচারকমণ্ডলীর স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শাসন বিভাগের প্রধান কর্তৃক নিয়োগ দান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিচার বিভাগের মূল কাজ কি ?

ক. বিচার করা
খ. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা
গ. আইন তৈরি করা
ঘ. আইনের ব্যাখ্যা করা

২। কোনটি বিচারক নিয়োগের উত্তম পদ্ধতি ?

ক. জনগণের ভোটে নির্বাচন
খ. আইনসভা দ্বারা নির্বাচন
গ. শাসন বিভাগের মনোনয়ন
ঘ. বিচারক মন্ডলীর স্থায়ী কমিটির সুপারিশ

পাঠ- ৭ : বিচার বিভাগের কার্যাবলী, বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা এবং সংবিধান, বিচার বিভাগ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, এর গুরুত্ব রক্ষার উপায়, প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, বিচার বিভাগের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।
- সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ব্যাখ্যার গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

১৬.৭.১ বিচার বিভাগের কার্যাবলী

বিচার বিভাগের কার্যাবলী নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) বিচার সংক্রান্ত কাজ– বিচার বিভাগের মূল কাজ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য বিচারকগণ প্রথমে বাদী ও বিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ করেন। এরপর সাক্ষ্যগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) আইনের ব্যাখ্যা দান– আইনের অপর্যাপ্ততা বা অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন এবং আইনের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করেন।

(৩) আইন প্রণয়নমূলক কাজ– বিচারকগণ কেবলমাত্র আইনের ব্যাখ্যা দান করেন তাই নয়, তারা আইন প্রণয়নও করেন। কোন কোন সময় আদালতে এমন মামলা উপস্থিত হয় যা প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করা যায় না। বিচারকগণ তখন তাদের নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে বিচার কাজ সম্পাদন করেন।

(৪) সংবিধানের ব্যাখ্যা দান– বিচার বিভাগ সংবিধানের অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী ধারার ব্যাখ্যা দান করে সংবিধানের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করে। এছাড়া আইন পরিষদ রচিত আইন, প্রথা বা শাসন বিভাগের নির্দেশ সংবিধানের পরিপন্থী হলে বিচার বিভাগ পর্যালোচনার মাধ্যমে সেগুলিকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা দিয়ে সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি হিউজেস যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "আমরা একটি সংবিধানের অধীন, কিন্তু বিচারকগণ যাকে সংবিধান বলেন তাই সংবিধান।"

(৫) নাগরিক অধিকার রক্ষা– নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য বিচার বিভাগ বিনা অপরাধে গ্রেফতার, আটক ও সরকারের বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রিট অব হেবিয়াস কর্পাস, রিট অব ম্যানডামাস ও কোওয়ারেন্টো এবং ইনজাংশান ইত্যাদি রিট ও আদেশ জারি করে থাকে। ফলে ব্যক্তি অধিকার সুরক্ষিত হয়।

(৬) পরামর্শ দান সংক্রান্ত কাজ– শাসনতন্ত্র বা আইনের জটিল প্রশ্নে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের পরামর্শ চাইলে বিচার বিভাগ সে ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

(৭) তদন্ত সংক্রান্ত কাজ– গুরুতর অন্যায় ও দুর্ঘটনার তদন্তের ভার সাধারণত উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের উপর অর্পণ করা হয়। তদন্তের পর বিচারকগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ রিপোর্ট পেশ করেন।

(৮) শাসন সংক্রান্ত কাজ– বিচার বিভাগ ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দান, কিছু কিছু স্থানীয় কর্মচারী নিয়োগ, নাবালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমানতদার ও অভিভাবক নিয়োগ, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রশাসন প্রভৃতি শাসন সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

এ কাজগুলো ছাড়াও বিচার বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কেন্দ্র ও প্রদেশের বিবাদের মীমাংসা করে।

১৬.৭.২ বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সংবিধান

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এটি সর্বোচ্চ আইন। সুতরাং এর প্রাধান্য থাকতে হবে। সংবিধানের প্রাধান্য বলতে বুঝায় দেশের সমস্ত আইন সংবিধানের আইনের অধীন এবং সংবিধানের পরিপন্থী আইন বাতিলযোগ্য। সংবিধানের এই সর্বোচ্চ মর্যাদা রক্ষার ভার বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়। আইন বিভাগ সংবিধানের পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করলে ও বিচার বিভাগ তাকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করলে তা বাতিলযোগ্য। এছাড়া সংবিধানের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকতে পারে বা পরস্পর বিরোধী ধারা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সংবিধানের অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারেও বিচার বিভাগ যে ব্যাখ্যা দান করেন তাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এভাবে বিচার বিভাগ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সমীক্ষার দ্বারা সংবিধানের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করেন ও এর প্রাধান্য রক্ষা করেন।

১৬.৭.৩ বিচার বিভাগ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা

ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। বিচার বিভাগের অনুপস্থিতিতে সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা যাবে না। তাছাড়া সরকার অনেক সময় ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। এই অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালত হৃত অধিকার পুনর্বহালের ব্যবস্থা করে। সুতরাং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিচারকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১৬.৭.৪ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা বিচার বিভাগ স্বাধীন না হলে গণতান্ত্রিক অধিকারের কোন মূল্য থাকে না। সরকারের স্বৈরাচার রোধেরও কোন ব্যবস্থা থাকে না। অপর পক্ষে ব্যক্তির আক্রমণ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করা দরকার। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্যও একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকা দরকার। সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। অন্যান্য সকল আইন সংবিধানের অধীন। সংবিধানের এই সর্বোচ্চ মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। সুতরাং ব্যক্তির অধিকার রক্ষা, সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ, সরকারের বিভাগগুলোকে সীমিত রাখা এবং সর্বোপরি সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থায় বিচারকদের স্বাধীনভাবে রায় দেওয়ার ক্ষমতা।

১৬.৭.৫ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে :

(১) নিয়োগ পদ্ধতি– বিচারক নিয়োগের এমন নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করতে হবে যাতে সৎ, যোগ্য ও আইন সংক্রান্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করতে পারেন। এটি নিশ্চিত করার জন্য বিচারকমণ্ডলী নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগ বিচারপতিদের নিয়োগ দান করবেন। অথবা শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হলে তাকে প্রয়োজনীয় রক্ষা কবচের দ্বারা সীমিত করতে হবে।

(২) দীর্ঘ মেয়াদ– বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারকদের দীর্ঘ মেয়াদে নিয়োগ দান করতে হবে। এর অর্থ নিয়োগ লাভ করার পর অবসরকালীন বয়সে পৌঁছা না পর্যন্ত তারা চাকরিতে বহাল থাকবেন। অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত হলে বিচারকগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। এজন্য আজকাল

প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা নির্ধারণ করা হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা ৭০ বছর, বাংলাদেশে ৬৭ বছর।

(৩) অপসারণ পদ্ধতি ও চাকরির নিশ্চয়তা– বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য তাদের চাকরির নিরাপত্তা হতে হবে সর্বাপেক্ষা বেশি। শাসন বিভাগের বা প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে রায় দিলে চাকরি হারাবার ভয় থাকলে বিচার বিভাগ কখনই সঠিক রায় দিতে পারবে না। তাই বিচারপতিদের চাকরির নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাদের অপসারণ পদ্ধতি জটিল করতে হবে। যেমন– জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে আইন পরিষদের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অভিযোগ প্রস্তাব পাশ হলে বিচারপতিদের অপসারণ করা যেতে পারে।

(৪) আকর্ষণীয় বেতন– বিচারপতিদের আকর্ষণীয় বেতন, ভাতা, বাসগৃহ ও অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। সাংবিধানিকভাবে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে। তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে চাকরির সুযোগ-সুবিধাগুলিকে পরিবর্তন করা যাবে না। বাজার দর বিবেচনা করে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিচারপতিগণ দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে যেন তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেদিকে নজর দিতে হবে।

(৫) পদোন্নতির ব্যবস্থা– বিচারপতিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা বিচার করে পদোন্নতি দিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন উচ্চ বিচারকের পদে শূন্যতা সৃষ্টি হলে বিচারকদের কমিটি বিচারমন্ত্রীর নিকট পদোন্নতিযোগ্য বিচারকদের একটি তালিকা পেশ করবেন এবং তাদের মধ্যে একজনকে পদোন্নতি দেওয়া যেতে পারে।

(৬) শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা– বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে। শাসন বিভাগ যেন বিচারপতিদের নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

উপরিউক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যেতে পারে। তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা নির্ভর করে বিচারকদের চারিত্রিক মনোবল, নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় মনোভাবের উপর। তাঁরা যদি তাঁদের পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন না হন এবং নিরপেক্ষ রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহসী না হন তবে কোন ব্যবস্থাই ফলপ্রসূ হবে না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য জনগণকেও আগ্রহী হতে হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অপসারণ করার জন্য সোচ্চার হতে হবে।

১৬.৭.৬ প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে। এর অর্থ বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ও অপসারণের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপের কারণে বিচারপতিগণ যদি সঠিক রায় দিতে না পারেন তবে ব্যক্তির অধিকার রক্ষার মৌলিক দায়িত্ব নিশ্চিত করতে তারা ব্যর্থ হবেন।

বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে :

(১) উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানে তাদের যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে।

(২) বিচারকদের নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বিচারক নিয়োগ করতে হবে।

(৩) বিচারকদের অপসারণ পদ্ধতি হতে হবে জটিল এবং তা সংবিধানে উল্লেখ করতে হবে।

(৪) উচ্চ আদালতের বিচারপতি অধস্তন আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ দান করবেন।

(৫) শাসন কর্তৃপক্ষকে বিচারক নিয়োগ করা যাবে না।

(৬) বিচার বিভাগ ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে বিচারের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

১৬.৭.৭ বিচার বিভাগের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যেমন দরকার তেমনি তাদের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়নিষ্ঠাও প্রয়োজন। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

(১) উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ নিম্ন আদালতের বিচারপতিদের বিচারকার্য পর্যবেক্ষণ করবেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি সনাক্ত করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করবেন।

(২) বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা ও সততা নিশ্চিত করার জন্য তাদের দেওয়া রায় উচ্চ আদালতের বিচারপতিরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন।

(৩) সঠিক ও নিরপেক্ষ রায়ের জন্য পুরস্কার ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) পক্ষপাতমূলক রায়ের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে। যেমন– আইনের ব্যাখ্যা দান, আইন প্রণয়ন, সংবিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং কিছু কিছু প্রশাসনিক কাজ। বিচার বিভাগের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দরকার। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ নিয়োগ নীতি, চাকরির দীর্ঘ মেয়াদ, জটিল অপসারণ পদ্ধতি ও শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা। তবে বিচার বিভাগও যেন স্বেচ্ছাচারী হয়ে না উঠে সেজন্য তাদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিচার বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?
- ক. নাগরিক অধিকার রক্ষা
- খ. সংবিধানের ব্যাখ্যা দান
- গ. সরকারকে পরামর্শ দেওয়া
- ঘ. ন্যায় বিচার করা

২। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় কি ?
- ক. নিয়োগ পদ্ধতি
- খ. আকর্ষণীয় বেতন
- গ. পদোন্নতির ব্যাখ্যা
- ঘ. জনগণের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা

৩। বিচার বিভাগের দায়িত্বশীলতা রক্ষার সর্বোত্তম উপায় কি ?
- ক. বিচার কাজ পর্যবেক্ষণ
- খ. রায় পরীক্ষা করা
- গ. পদোন্নতি দেওয়া
- ঘ. পুরস্কার দেওয়া

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। সরকারের অঙ্গসমূহ কি কি? –১৬.১.১ প্রথম অনুচ্ছেদ

২। আইন বিভাগ কি? –১৬.১.১ ক

৩। শাসন বিভাগ কি ? –১৬.১.১ খ

৪। বিচার বিভাগ কাকে বলে ? –১৬.১.১ গ

৫। আইন বিভাগ কতভাবে গঠিত হতে পারে ? –১৬.২.২

৬। সংসদীয় ও রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত সরকারের শাসন বিভাগের গঠনমাত্রা বর্ণনা করুন। –১৬.৪.১ (৬)

৭। বিচারক কিভাবে নিযুক্ত হওয়া উচিত ? –১৬.৬.২ খ (৩)

৮। শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথক হওয়া উচিত কেন ? –১৬.৭.৬ প্রথম অনুচ্ছেদ

৯। কিভাবে সংসদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ? –১৬.৫.৩ (ক)

১০। বিচার বিভাগের দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তা ব্যাখ্যা করুন। –১৬.৭.৭

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আইনসভার সংগঠনের বিভিন্ন মাত্রা বিশ্লেষণ করুন। –১৬.২.১
২। আইনসভার অর্থ, প্রকৃতি ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন। –১৬.১.২
৩। এককক্ষবিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা করুন। –১৬.২.৩
৪। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করুন। –১৬.২.৪
৫। আধুনিককালে আইন সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। –১৬.৩.২ ও ১৬.৩.১
৬। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন সভার ভূমিকা বর্ণনা করুন। –১৬.৩.২
৭। বর্তমানকালে আইনসভার গুরুত্ব হ্রাসের কারণগুলো আলোচনা করুন। –১৬.৩.৩
৮। শাসন বিভাগের গঠন কাঠামো ও মাত্রা বর্ণনা করুন। –১৬.৪.১
৯। শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। –১৬.৫.১
১০। আধুনিক কালে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণগুলো আলোচনা করুন। –১৬.৫.২
১১। শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা, নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। –১৬.৫.৩
১২। বিচার বিভাগের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। বিচারকের নিয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনার মতামত লিখুন। –১৬.৬.১ (গ) ও ১৬.৬.২ (খ)
১৩। বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা করুন। –১৬.৭.১
১৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়গুলোর বিবরণ দিন। –১৬.৭.৫

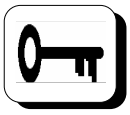

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ক, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ঘ, ২। গ, ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। গ, ২। ক, ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। খ, ২। ক, ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫ ঃ ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৬ ঃ ১। খ, ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৭ ঃ ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। ক